

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫২০০

পর্ব-২৬: মন-গলানো উপদেশমালা (১৯৯১)

পরিচ্ছেদঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ

اَلْفَصِيْلُ التَّالِثُ

আরবী

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قلبَه للإِيمان وجعلَ قلبَه سليما ولسانَه صَادِقا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً فَأَمَّا الْأُذُنُ فَقَمِعٌ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوعَى الْقَلْبُ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شعب الْإِيمَان»

اسناده ضعیف ، رواه احمد (5 / 147 ح 21635) و البیهقی فی شعب الایمان (108 ، نسخة محققة : 107) * خالد بن معدان عن ابی ذر رضی الله عنه : منقطع ـ (ضَعِیف)

বাংলা

৫২০০-[৪৬] উক্ত রাবী (আবু যার [রাঃ]) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: নিঃসন্দেহে সে কামিয়াব হয়েছে আল্লাহ তা'আলা যার হদয়কে ঈমানের জন্য খালেস করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে (হিংসা ও মুনাফিকী হতে) নিবৃত্ত, রসনাকে সত্যভাষী, নাফসকে স্থিতিশীল ও স্বভাবকে সঠিক করেছেন, আর তার কানকে বানিয়েছেন (সত্য কথা) শ্রবণকারী ও চক্ষুকে করেছেন (সত্য প্রমাণাদির প্রতি) দৃষ্টিদানকারী। মূলত হৃদয় যা সংরক্ষণ করে তার জন্য কান হলো চুঙ্গির ন্যায় এবং চক্ষু হলো স্থাপনকারী। আর অবশ্যই ঐ ব্যক্তি কামিয়াব হয়েছে, যে তার হৃদয়কে সংরক্ষক বানায়। (আহমাদ ও বায়হাকী'র শুআবুল ঈমান)

ফুটনোট

যঈফ: সানাদ য'ঈফ কারণ, খালিদ ইবনু সা'দান ও আবু যার-এর মধ্যে ইনকিত্বা রয়েছে। খালিদের জীবনীতে আছে, সে মুরসাল করেছে- মু'আয, আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ, আবু যার ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে। দেখুন-



য'ঈফাহ্ ৪৯৮৫, মুসনাদে আহমাদ ২১৩৪৮, য'ঈফুল জামি' ৩৩৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী, "আল্লাহ যার হৃদয়কে ঈমানের জন্য খালেস করে দিয়েছেন", এর অর্থ হলো তার অন্তরকে ঈমানের জন্য এভাবে খালেস বা নিখাদ করে দেন যে, অন্তরে অন্য কিছুই স্থান পায় না, কেবল আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসা ও আনুগত্যই স্থান পায়।

"আল্লাহ তার অন্তরকে নিরাপদ বানিয়ে দেন" এর অর্থ হলো অন্তরকে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং নিন্দনীয় চারিত্রিক গুণাবলি ও দুনিয়াপ্রীতিজনিত কারণে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া থেকে নিরাপদে রাখেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (مَنَا اللهُ بِقَلَامِبٍ سَلِيهِ ﴿ كَا يَنْهَ فُعُ مَالٌ وَ لَا يَنُوهَ نُ لِا يَنُوهَ فَي مَالٌ وَ لَا يَنُوهَ نُ لِا يَنُوهَ نُ لَا يَاللهُ بِقَلَامِبٍ سَلِيهِ ﴿ كَا يَنْهَ فَعُ مَالٌ وَ لَا يَنُوهَ نُ لِا يَنُوهَ نُ لِا يَنُوهُ مَالٌ وَ لَا يَنُوهَ نُ مَن اللهُ يَقَامِبُ سِلِيهِ ﴿ كَا يَنُوهُ مَالٌ وَ لَا يَنُوهُ مَالٌ وَ لَا يَنُوهُ مِنْ اللهُ يَقُلُونُ عَلَى اللهُ يَقُلُونُ وَلَا يَاللهُ يَعْلَى اللهُ يَقُلُونُ عَلَى اللهُ يَعْلَامُ لِللهُ لِي اللهُ يَعْلَامُ لِللهُ لِلهُ لِللهُ لَا لِللهُ لِللهُ لِلهُ لِللهُ لَا لِللهُ لِللهُ لِلهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِلهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِلهُ لَا لِللهُ لِلهُ لِللهُ لِلهُ لِللهُ لِلهُ لِلهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِلهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِلهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِلهُ لِللهُ لللهُ لِللهُ لِلللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللهُ لِللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللهُ لللهُ لِللهُ لِللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ للللهُ ل

(সূরাহ্ আশ শুআরা- ২৬: ৮৮-৮৯) আল্লাহ তাআলা তার জিহ্বাকে কথা, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ইত্যাদিতে সত্যবাদী বানিয়ে দেন এবং অন্তরকে আল্লাহর যিক্র ও তার মুহাব্বাতে স্থিতিশীল ও প্রশান্ত করে দেন। আল্লাহ তার সৃষ্টিগত স্থভাব ও প্রবৃত্তিকে সীমাহীন বাড়াবাড়ি অথবা সম্পূর্ণ দায়িত্বহীনতার মাঝেও সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর তার জিহ্বা, কান ও দৃষ্টিশক্তিকে হারু কথা বলা, শ্রবণ করা ও তা সংরক্ষণ করার সক্ষমতা দান করেন। অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে এগুলো সংরক্ষণের ক্ষমতা দান করে থাকেন, আর এই ব্যক্তিই প্রকৃত সফলকাম।

(মিকাতুল মাফাতীহ, আস্ সীরাজুম মুনীর শারূহু জামিউস্ সগীর ৩য় খণ্ড, ফায়জুল কদীর ৪র্থ খণ্ড, ৫০৮ পৃ.)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবু যার আল-গিফারী (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন